মহিলাদের জন্য ভাল চরিত্রের পরামর্শ

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

إن التحلي بالصفات الإيجابية
يؤدي إلى راحة البال

মহিলাদের জন্য ভাল চরিত্রের পরামর্শ

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2023 দ্বারা প্রকাশিত

মহিলাদের জন্য ভাল চরিত্রের পরামর্শ

প্রথম সংস্করণ। 2শে সেপ্টেম্বর, 2023।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সুচিপত্র

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে।

ভূমিকা

নিচের ছোট বইটিতে নারীদের জন্য ভালো চরিত্রের কিছু উপদেশ আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচিত পাঠগুলো বাস্তবায়ন করা একজন মুসলমানকে মহৎ চরিত্র অর্জনে সাহায্য করবে। জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে প্রাপ্ত হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিসটি হবে মহৎ চরিত্র। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলীর মধ্যে একটি, যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের 68 নং আয়াত আল কালামে প্রশংসা করেছেন:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

তাই মহৎ চরিত্র অর্জনের জন্য পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করা সকল মুসলমানের কর্তব্য।

মহিলাদের জন্য ভাল চরিত্রের পরামর্শ

স্বাধীন হও

আধুনিক বিশ্বে, অবিবাহিত মুসলিম নারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠই স্বাধীন। অনেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত, খণ্ডকালীন বা পূর্ণকালীন চাকরি করে এবং তাদের জীবন এবং তাদের দায়িত্বের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে, যেমন তাদের নিজস্ব বিল পরিশোধ করা। তারা অন্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজেরাই কাজ এবং স্কুলের মতো বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করে। কিন্তু এটা আশ্চর্যজনক যে কত নারী বিয়ের পর এই স্বাধীনতা হারায়। অনেকেই তাদের স্বামীর উপর অনেক বেশি নির্ভর করতে শুরু করে যাতে তারা তাদের সবকিছুতে যোগ দেয়, যেমন কেনাকাটা বা অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ, যা তারা প্রায়শই অবিবাহিত থাকার সময় নিজেরাই আনন্দের সাথে করে। যদিও, একজন বিবাহিত দম্পতির একসঙ্গে মানসম্পন্ন সময় কাটানো উচিত কারণ এটি একটি সফল বিবাহের একটি অংশ তবুও এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এবং সম্পূর্ণরূপে একজনের স্বামীর উপর নির্ভরশীল হওয়ার মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে যে তারা আর সহজ জিনিসগুলি করতে পারে না যা তারা করবে। নিজেরা যখন অবিবাহিত। এই ধরনের অত্যধিক নির্ভরশীলতা এবং অভাব স্বাস্থ্যকর নয় এবং নারীদের এমন হওয়া উচিত নয়। অভাবগ্রস্ত হওয়ার কারণে একজনের স্বামীর কাছ থেকে অত্যধিক চাহিদা বাড়ে, যার ফলে অনেক তর্ক-বিতর্ক এমনকি বিবাহবিচ্ছেদও ঘটে। একজনের স্বামীর সাথে প্রেমময় সম্পর্ক থাকার সময় স্বাধীন থাকা এই সমস্যাগুলি এড়াবে এবং তাদের ক্ষমতায়ন করবে যাতে তাদের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

অতএব, মহিলাদের মনে রাখা উচিত যে কয়েক দশক ধরে অবিবাহিত থাকার সময় তারা যেভাবে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করেছিল, বিবাহিত অবস্থায়ও তারা তা করতে পারে এবং চালিয়ে যেতে পারে। তারা তাদের স্বামীর উপর অত্যধিক নির্ভরশীল হয় না বা করা উচিত নয়। একজন স্বামী সর্বদা একজন স্বাধীন স্ত্রীকে অত্যধিক অভাবী স্ত্রীর চেয়ে বেশি সম্মান করবে। এবং একজন স্বামীর অত্যধিক অভাবী একজনের তুলনায় একজন স্বাধীন স্ত্রীর সুবিধা নেওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

ইতিবাচক থাক

সহীহ মুসলিম, 3645 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মুসলিমদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে তারা অন্য মুসলমানদের ঘৃণা করবে না, এমনকি যদি তাদের একটি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য থাকে যা তারা অপছন্দ করে তবে তারা নিঃসন্দেহে অন্যান্য ভাল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে। তারা পছন্দ করে।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি, বিশেষ করে বিবাহের ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য। একজন মুসলমানের সবসময় তাদের স্ত্রীর মধ্যে যে নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করা উচিত নয়। পরিবর্তে, তাদের ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলির উপর মনোনিবেশ করার চেষ্টা করা উচিত। এটি বিবাহিত দম্পতির মধ্যে সম্পর্ক উন্নত করবে এবং প্রকৃতপক্ষে, এই মনোভাব সমস্ত মানুষের মধ্যে সম্পর্ক উন্নত করবে। এর অর্থ এই নয় যে অন্যের পাপগুলিকে উপেক্ষা করা উচিত বা অন্যদেরকে নিজের উন্নতির জন্য উত্সাহিত করা উচিত নয়, কারণ এটি ভাল আদেশ এবং মন্দকে নিষেধ করার একটি দিক, যা তাদের জ্ঞান অনুসারে সমস্ত মুসলমানের জন্য কর্তব্য। কিন্তু এর অর্থ হল একটি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার জন্য তাদের কাউকে অপছন্দ করা উচিত নয় কারণ তারা সময়ের সাথে সাথে এটি পরিত্যাগ করতে পারে এবং কারণ তারাও ভাল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে বাধ্য। তাদের পরিবর্তে নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য অপছন্দ করা উচিত, ব্যক্তি নয়। এই ইতিবাচক মানসিকতা থাকার ফলে যারা নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তাদেরও তাদের ত্যাগ করতে সাহায্য করবে। অন্যদিকে, যদি কেউ অন্যের প্রতি ঘৃণা দেখায় তবে তারা একগুঁয়েতার জন্য ভাল পরিবর্তন করতে পারে না।

বি est এবং খারাপ

ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, ৩২৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন কে শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট লোক।

সর্বোত্তম ব্যক্তি সে যে অন্যদেরকে আল্লাহ তায়ালার স্মরণ করিয়ে দেয়, যখন তাদের দেখা হয়। প্রকৃতপক্ষে, এটি আন্তরিকতার সাথে ইসলামের শিক্ষাকে কার্যত বাস্তবায়নের নির্দেশ করে। যদি কেউ ভুল উদ্দেশ্য নিয়ে ইসলামের শিক্ষাগুলো পূরণ করে, মহান আল্লাহ তায়ালা এই হাদীসে বর্ণিত পদ্ধতিতে অন্যদের প্রশংসা করতে বাধা দেবেন। এটি সহীহ মুসলিম, 6705 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এটি পরামর্শ দেয় যে আল্লাহ, মহান, ফেরেশতাদের মাধ্যমে সারা বিশ্বে একজন ব্যক্তির প্রতি ভালবাসা বা ঘৃণা ছড়িয়ে দেন। যদি একজন মুসলমান অন্যের কাছ থেকে ভালোবাসা ও সম্মান চায় তাহলে এই হাদিস থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে তা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর ব্যবহারিক আনুগত্যের মধ্যেই নিহিত। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা।

নিকৃষ্ট মানুষ তারা যারা মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে এবং অন্যকে পাপের দিকে আহবান করে। ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে এমন আচরণ না করা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অন্যের সামনে লোকের সমালোচনা করা, যেমন একজনের আত্মীয়, শুধুমাত্র মানুষের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে যদিও কেউ এটির

উদ্দেশ্য না করে। তাই মুসলমানদের জন্য এটা অত্যাবশ্যকীয় যে শুধুমাত্র তাদের উদ্বেগজনক বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলা এবং প্রকাশ্যে অন্যদের সমালোচনা করা এড়িয়ে চলা কারণ এই হাদিস অনুসারে তারা আরও খারাপ লোকে পরিণত হতে পারে।

যে ব্যক্তি অন্যদেরকে গুনাহের দিকে নিয়ে যায়, সে কেবল তার নিজের গুনাহকে বাড়িয়ে দেয় যে কত লোক তাদের দাওয়াতের উপর আমল করে। এটি সহীহ মুসলিম, 2351 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই মুসলমানদের জন্য ভাল জিনিসের উপর কাজ করা এবং অন্যদেরকেও ভাল কাজের দাওয়াত দেওয়া অত্যাবশ্যক।

আমি নামাজের গুরুত্ব

জামে আত তিরমিযী, 2618 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে , মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, ঈমান ও কুফরের মধ্যে ফরজ নামায ত্যাগ করা।

দুর্ভাগ্যবশত, ফরয নামায পরিত্যাগ করা মুসলিমদের মধ্যে খুবই সাধারণ হয়ে উঠেছে, বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে, যারা তাদের ফরয নামায ত্যাগ করাকে ন্যায়সঙ্গত করার জন্য অত্যন্ত খারাপ অজুহাত ব্যবহার করে, যেমন ফরয নামাযের সময় কোন অনুষ্ঠানে মেক-আপ করা বা থাকা। যদিও ফরয নামায কায়েম করা ওয়াজিব কিন্তু অন্যান্য কাজগুলো করা ওয়াজিব নয়। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন মুসলমান যদি ফরজ নামায পরিত্যাগ করতে না পারে, তাহলে কেয়ামতের দিন এই খোঁড়া অজুহাতগুলো মহান আল্লাহ কবুল করবেন কিভাবে বিশ্বাস করা যায়? প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 413 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে সতর্ক করেছেন যে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে তা হল ফরয নামায। কেউ যদি তাদের ফরজ নামাজ কায়েম করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা সম্ভবত এই দিনে ব্যর্থ হবে।

উপরন্তু, পবিত্র কুরআন স্পষ্ট করে বলেছে যে, ফরয নামায কায়েম করা সেই জিনিস যা মানুষকে বিপথগামী জীবনে পতিত হওয়া থেকে বিরত রাখে। অর্থ, ফরজ নামাজ কায়েম করা একটি সফল জীবন লাভের প্রথম ধাপ যা ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে। যদি কেউ এই দায়িত্বে ব্যর্থ হয় তবে তারা

কেবল একটি সমস্যা থেকে অন্য সমস্যায় চলে যাবে। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 45:

"... প্রকৃতপক্ষে, নামায অনৈতিকতা ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

সি ursing

ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 316 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে যারা অন্যদের অভিশাপ দেয় তারা বিচারের দিন সাক্ষী বা সুপারিশকারী হবে না। এই দুটি স্টেশনই একটি উচ্চ পদ যা থেকে অভিশাপ বঞ্চিত হবে।

মুসলমানরা, বিশেষ করে মহিলারা যখন খারাপ মেজাজে থাকে তখন তারা জিনিসগুলিকে অভিশাপ দেয়। এটি একটি মন্দ অভ্যাস কারণ তারা মহান আল্লাহর রহমতের জন্য প্রার্থনা করছে, যাতে তারা কিছু বা কারো কাছ থেকে দূরে সরে যায়। এটি ইসলামের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাংঘর্ষিক। প্রকৃতপক্ষে, যখন তাকে অমুসলিমদের অভিশাপ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল, তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে মহান আল্লাহ তাকে অভিশাপকারী হিসাবে প্রেরণ করেননি, বরং মানবজাতির জন্য রহমত হিসাবে প্রেরণ করেছেন। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 321 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস থেকে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। উপরন্তু, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর রহমতের জন্য অন্যদের কাছ থেকে অপসারিত হওয়ার জন্য প্রার্থনা করে, সম্ভবত এটি তাদের কাছ থেকে সরিয়ে ফেলা হবে কারণ এটি বিপরীত। জামে আত তিরমিযী, 2515 নং হাদিসে পাওয়া হাদিস অনুসারে একজন সত্যিকারের মুমিনের আচরণ, যাকে অন্যদের জন্যও তা পছন্দ করতে হবে। সুনানে আবু দাউদ, 4905 নম্বরে পাওয়া যায় যে, অভিশাপ সেই ব্যক্তির কাছে ফিরে আসে যে এটি উচ্চারণ করেছে যদি তারা যে ব্যক্তি বা জিনিসকে অভিশাপ দেয় তার যোগ্য না হয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা তা করে না। অতএব, মুসলমানদের এই পাপকে উপেক্ষা করা উচিত নয় এবং নিশ্চিত করা উচিত যে তারা কোন জিনিসকে অভিশাপ দেয় না কারণ এটি একজন প্রকৃত মুসলমানের

বৈশিষ্ট্য নয়। বরং তাদের উচিত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে, মহান আল্লাহর রহমত সকলের উপর অবতীর্ণ হওয়ার জন্য কামনা ও প্রার্থনা করে। এর ফলে মহান আল্লাহর রহমত তাদের উপর অবতীর্ণ হবে। জামে আত তিরমিযী, 1924 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

কে eep জিনিস সহজ

ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 245 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে জিনিসগুলিকে সহজ করার পরামর্শ দিয়েছেন এবং কঠিন নয়।

এর অর্থ হল, একজন মুসলমানকে সর্বদা একটি সহজ ধর্মীয় ও পার্থিব জীবন যাপন করা উচিত। ইসলাম মুসলমানদেরকে সৎকর্ম সম্পাদনে অতিরিক্ত বোঝার জন্য দাবি করে না বরং এটি সরলতার শিক্ষা দেয়। একজন মুসলমানের প্রথমে তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত, যেগুলো নিঃসন্দেহে পালন করার শক্তি তার মধ্যে রয়েছে, কারণ মহান আল্লাহ একজন মুসলমানকে তার বহন করার ক্ষমতার চেয়ে বেশি বোঝা দেন না। এটি আল বাকারাহ, 286 নং আয়াতে নিশ্চিত করা হয়েছে:

" আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না..."

পরবর্তীতে, তাদের উচিত তাদের দিনের কিছু সময় ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়নের জন্য বের করা যাতে তারা তাদের শক্তি অনুযায়ী পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের উপর আমল করতে পারে। এটি মহান আল্লাহর প্রেমের দিকে পরিচালিত করে, যা সহীহ বুখারি, 6502 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

যদি একজন মুসলিম এই আচরণে অবিচল থাকে, তবে তাদের এমন করুণা প্রদান করা হবে যে তারা আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের সমস্ত কর্তব্য পালন করবে এবং পরিমিতভাবে এই দুনিয়ার বৈধ আনন্দ উপভোগ করার জন্য সময় পাবে।

এভাবেই একজন মুসলিম নিজের জন্য সহজ করে তোলে। এবং যদি তাদের উপর নির্ভরশীল থাকে, যেমন শিশু, তাহলে তাদের উচিত তাদের একই শিক্ষা দেওয়া, যাতে তাদের জন্য জিনিসগুলিও সহজ হয়। নিজের উপর অতিরিক্ত চাপ দেওয়া জিনিসগুলিকে কঠিন করে তোলে এবং একজনকে প্রস্থান করার জন্য চাপ দিতে পারে। অন্যদিকে, অত্যধিক শিথিল করা জিনিসগুলিকে কঠিন করে তুলবে কারণ তারা উভয় জগতেই মহান আল্লাহর রহমত হারাবে।

সি একসেলিং পিপল

মুসলমানদের জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যের উপর আমল করা গুরুত্বপূর্ণ। এটি হল যখন একজন লোককে পাঠ শেখানোর জন্য অন্যের সমালোচনা করে, যেমন অন্য সন্তানকে পাঠ শেখানোর জন্য নিজের সন্তানের সমালোচনা করা। নাম উল্লেখ না করাই উত্তম কারণ এটি মানুষের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করতে পারে, যার ফলে সম্পর্ক ভেঙে যায়। এটি অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যকে বিরোধী করে যা মানুষকে একত্রিত করা এবং মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য এবং অন্যান্য মানুষের প্রতি তাদের আচরণ উন্নত করা। যখনই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য গঠনমূলকভাবে অন্যদের সমালোচনা করতেন তখন তিনি তাদের নাম বলতেন না। ইমাম বুখারীর, আদাব আল মুফরাদ, 430 নম্বরে একটি উদাহরণ পাওয়া যায়। এটি অন্যের দোষ গোপন করার একটি দিক, যার কারণে মহান আল্লাহ তাদের দোষ গোপন করেন। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4893 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। শুধুমাত্র অন্যদেরকে সতর্ক করা এবং ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য নাম উল্লেখ করা গ্রহণযোগ্য।

বি বিজ্ঞাপন লক্ষণ

ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ-এর ৯০৯ নম্বর হাদিসে প্রাপ্ত একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশুভ লক্ষণের প্রতি মনোযোগ না দেওয়ার বিষয়ে সতর্ক করেছেন কারণ এইভাবে আচরণ করা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করার শামিল। , বহুঈশ্বরবাদ। এর পরিবর্তে আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত।

অশুভ লক্ষণের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার অর্থ হল এটি একজনের আচরণ এবং কর্মকে প্রভাবিত করে। যদিও কালো জাদু এবং দুষ্ট চোখ বাস্তব, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে একটি পাতার ওড়না থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত মহাবিশ্বের কিছুই মহান আল্লাহর পছন্দ এবং ইচ্ছা ছাড়া ঘটে না। আর সমগ্র সৃষ্টি যদি কারো ক্ষতি করার মতো কিছু ঘটানোর চেষ্টা করে, তবে মহান আল্লাহ তা ঘটতে না দিলে তারা তা অর্জন করতে পারবে না। একইভাবে, সমগ্র সৃষ্টি যদি কাউকে উপকার করতে চায়, তবে মহান আল্লাহ না চাইলে তারা তা করতে পারবে না। জামে আত তিরমিযী, 2516 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত অশুভ অশুভ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে বা ডাইনি ও জাদুকরদের ভয় না করে অবিচল থাকা উচিত কারণ তারা এমন কিছু ঘটাতে পারে না যা মহান আল্লাহ ঘটতে চাননি। . পরিবর্তে, একজনকে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর অবিচল থাকা উচিত এবং তাদের বৈধ কাজ এবং পছন্দগুলি চালিয়ে যাওয়া উচিত এবং কেবলমাত্র মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুসারে মন্দ জিনিস থেকে সুরক্ষা চাওয়া উচিত, মহান আল্লাহর সমর্থনে ভরসা করা। তাদের এমন লোক এবং জিনিসগুলির দিকে ফিরে যাওয়া উচিত নয় যা এটির বিরোধী কারণ এটি কেবল প্যারানয়া এবং

ঝামেলার দিকে পরিচালিত করবে, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের প্রাথমিক ভয়ের চেয়েও খারাপ।

উদাহরণ দ্বারা নেতৃত্ব

সকল মুসলমানের জন্য, বিশেষ করে পিতামাতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তারা অন্যদেরকে যা উপদেশ দেয় তার উপর আমল করা। এটা সুস্পষ্ট ইতিহাসের পাতা উল্টালে যে তারা যা প্রচার করেছে তার উপর যারা কাজ করেছে অন্যদের উপর অনেক বেশি ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল যারা উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দেননি তাদের তুলনায় । সর্বোত্তম উদাহরণ হ'ল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যিনি কেবল যা প্রচার করেছিলেন তা অনুশীলন করেননি বরং সেই শিক্ষাগুলি অন্য কারও চেয়ে কঠোরভাবে মেনে চলেন। শুধুমাত্র এই মনোভাবের সাথে মুসলমানরা, যেমন মায়েরা, অন্যদের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন মা তার সন্তানদের মিথ্যা না বলার জন্য সতর্ক করে যেহেতু এটি একটি পাপ কিন্তু প্রায়শই তাদের সামনে নিজেকে মিথ্যা বলে, তার সন্তানদের সম্ভাবনা নেই তার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে। একজন ব্যক্তির কর্ম সবসময় তাদের বক্তৃতার চেয়ে অন্যদের উপর প্রভাব ফেলবে । এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, এর মানে এই নয় অন্যকে উপদেশ দেওয়ার আগে একজনকে নিখুঁত হতে হবে । এর অর্থ তাদের আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা উচিত তাদের নিজস্ব পরামর্শে কাজ করতে অন্যদের উপদেশ দেওয়ার আগে। পবিত্র কুরআন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, মহান আল্লাহ এই আচরণকে ঘৃণা করেন। অধ্যায় 61 আস সাফ, আয়াত 3:

" আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয় যে, তুমি এমন কথা বল যা তুমি করো না।"

প্রকৃতপক্ষে, সহীহ বুখারি, 3267 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, একজন ব্যক্তি যে ভালো কাজের আদেশ করেছিল কিন্তু নিজে থেকে বিরত ছিল এবং মন্দ নিষেধ তারপরও নিজেরাই কাজ করেছেন জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে।

মুসলমানের জন্য তাদের উপদেশ মেনে চলার চেষ্টা করা জরুরী তারপর অন্যদের উপদেশ একই করতে উদাহরণ দ্বারা নেতৃত্ব ঐতিহ্য সমস্ত পবিত্র নবীদের মধ্যে শান্তি তাদের উপর বর্ষিত হোক, এবং এটি অন্যদেরকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার সর্বোত্তম উপায়।

A ct Justly

পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে সর্বাবস্থায় ন্যায়বিচার বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 135:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়..."

এটি সমস্ত মুসলমানদের জন্য তাদের সন্তানদের মতো তাদের নির্ভরশীলদের গ্রহণ করা এবং শিক্ষা দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। একজন মুসলিমকে অবশ্যই প্রতিটি পরিস্থিতিতে সঠিক বিকল্পটি বেছে নিতে হবে যদিও এটি তাদের নিজের ইচ্ছা বা অন্যের ইচ্ছার বিরোধিতা করে। একজন মুসলমানের কেবলমাত্র একটি প্রিয়জন এর সাথে সংযুক্ত থাকার কারণে ভুল বিকল্পটি বেছে নেওয়া উচিত নয়। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম একটি নির্দিষ্ট উপায়ে কাজ করে যা ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয় তবুও দাবি করে যে তাদের পরিবার এতে সন্তুষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলিম মহিলা অনুপযুক্তভাবে পোশাক পরে এবং দাবি করবে যে তার স্বামী যেভাবে পোশাক পরে তাতে খুশি। কিন্তু এটি ন্যায়সঙ্গত পথ নয় কারণ বিচারের দিন তার স্বামী তার বিচার করবেন না শুধুমাত্র মহান আল্লাহই চাইবেন। অতএব, তাদের এবং সমস্ত মুসলমানদের উচিত সেই ন্যায়সঙ্গত পথ বেছে নেওয়া যে পথটি মহান আল্লাহর কাছে সন্তুষ্ট, নিজের বা অন্যদের নয়। এর অর্থ এই নয় যে একজনের উচিত অন্যদের সাথে ইস্যু নিয়ে লড়াই করা তবে তাদের উচিত অন্যদের জন্য ন্যায়সঙ্গত পথ নির্দেশ করা এবং তাদের মনে করিয়ে দেওয়া যে

এটি বেছে নেওয়া তাদের কর্তব্য কারণ এটি সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতার দিকে নিয়ে গেলে সৃষ্টির আনুগত্য নেই। .

মুসলমানদের তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করা উচিত নয় এবং কিছু ভুল আনুগত্য থেকে তাদের আত্মীয় এবং বন্ধুদের খুশি করার জন্য কাজ করা উচিত নয়। এর পরিবর্তে তাদের উচিত মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ন্যায়পরায়ণতা করা এবং অন্য সকলের চেয়ে তিনি যা খুশি তা বেছে নেওয়া।

একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন

পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের শেখার ও আমল করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 77:

" তবে আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে পরকালের ঘর সন্ধান কর; এবং [তবুও], বিশ্বের আপনার অংশ ভুলবেন না..."

একজন মুসলমানের কাছ থেকে আশা করা যায় না যে তিনি বস্তুগত জগতকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র পরকালের দিকে মনোনিবেশ করবেন, কারণ জড়জগতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে পরকাল লাভ করা হয়। একজন মুসলমান পরিমিতভাবে এই দুনিয়ার বৈধ আনন্দ উপভোগ করতে পারে যতক্ষণ না এটি তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে বা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য অনুসরণ করতে বাধা না দেয়। কিন্তু একজন মুসলমানের আখেরাতের জন্য প্রস্তুতির চেয়ে এই আনন্দ উপভোগ করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত নয়। পরকালের জন্য প্রস্তুতি একজনের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হওয়া উচিত এবং এটি ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিক উপায়ে প্রাপ্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে অর্জন করা হয়। নিজের ব্যাটারি রিচার্জ করার জন্য সময়ে সময়ে হালাল আনন্দ উপভোগ করা উচিত তবে একজন ব্যক্তির এটির উপর স্থির থাকা উচিত নয় কারণ এটি নিঃসন্দেহে তাদের পরকালের জন্য প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত করবে যদিও তারা বৈধ জিনিস। এই আয়াতের মাঝখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যেখানে মহান আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে মাঝে মাঝে দুনিয়ার বৈধ আনন্দ উপভোগ করার সময়

সৎকর্ম সম্পাদনে অবিচল থাকতে স্মরণ করিয়ে দেন। একজন মুসলিম যা কিছু করতে বেছে নেবে তারা তাদের কর্মের জন্য জবাব দেবে এবং এটি ক্রমাগত মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ভাল বিরুদ্ধে ই ভিল

পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের শেখার ও আমল করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 34:

" এবং ভাল কাজ এবং মন্দ সমান নয়। যা উত্তম তার দ্বারা [মন্দকে] প্রতিহত করুন; আর তখন যার সাথে তোমার শত্রুতা, সে যেন একজন একনিষ্ঠ বন্ধু।"

মন্দের জবাব মন্দ দিয়ে দেওয়া সহজ । কিন্তু কি একজন মুসলিমকে বিশেষ করে তোলে যখন তারা মন্দের জবাব ভালো দিয়ে। এটি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রীতি । এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে এই পদ্ধতিতে আচরণ মানুষের পদমর্যাদা কখনই কমবে না যেকোন ভাবে। অন্যথায় মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে আমল করতেন না। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীস পরামর্শ দেয় যখন কেউ মন্দের জবাব দেয় ভালো দিয়ে, যেমন অন্যদের ক্ষমা করা, মহান আল্লাহ তাদের সম্মানে উন্নীত করেন । তাই এই মনোভাব শুধুমাত্র অন্যদের উপকার করে না বরং আরও গুরুত্বপূর্ণ এতে মুসলমানদেরই উপকার হয়।

উপরন্তু, এই আয়াত দ্বারা নির্দেশিত, কেউ যদি এই মনোভাব অবলম্বন করে তবে তারা দেখতে পাবে যে যারা তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে না তারা অবশেষে

তাদের কর্মের জন্য লজ্জিত হবে। এবং তাদের মনোভাব পরিবর্তন করুন। এমনকি সবচেয়ে কঠিন আধ্যাত্মিক হৃদয়ও শেষ পর্যন্ত প্রভাবিত হয় যখন এইভাবে আচরণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন একজন স্বামী তার স্ত্রীর সাথে ছোটখাটো আচরণ করে তখন তার জন্য উত্তম হয় নেতিবাচক উত্তরের ঊর্ধ্বে উঠে তার পরিবর্তে সুন্দরভাবে উত্তর দেওয়া। এতে স্বামীর সম্মান হবে এবং তার স্ত্রীকে বেশি ভালবাসে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মী যখন খারাপ আচরণ দেখায় , তখন তাকে উত্তম আচরণের সাথে উত্তর দিয়ে একজন সত্যিকারের মুসলমানের গুণ দেখান । যখন কেউ এইরকম আচরণ করে তখন তাদের চারপাশের লোকেরা তাদের আরও বেশি সম্মান করবে এবং ভালবাসবে যা তাদের জীবনের কারণ হবে সহজ হতে কিন্তু মানুষ যখন মন্দের জবাব মন্দ দিয়ে দেয়, তারা সবসময় আরও খারাপের মুখোমুখি হবে অন্যদের থেকে এবং এটি শুধুমাত্র উভয় জগতে তাদের জীবনকে কঠিন করে তুলবে । এক মুহুর্তের জন্য যদি কেউ এটি সম্পর্কে চিন্তা করে তবে এটি বেশ স্পষ্ট । এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, অন্যরা যখন সীমা অতিক্রম করে তখন একজনকে নিজেদের রক্ষা করা উচিত এবং অপব্যবহারকারী থেকে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু এসব ক্ষেত্রেও ভালো চরিত্র মেনে চলা উচিত।

দাতব্য একটি cts

পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে নিজের সামর্থ্য ও শক্তি অনুযায়ী সাহায্য প্রদানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 28:

" আর যদি তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও [অর্থাৎ অভাবগ্রস্তদের] তোমার প্রভুর রহমতের অপেক্ষায় যা তুমি আশা কর, তবে তাদের সাথে ভদ্র কথা বল।"

একজন মুসলমানের কখনই বিশ্বাস করা উচিত নয় যে একজনকে অবশ্যই অন্যকে সাহায্য করতে হবে, যেমন দান করা, মহান উপায়ে এটিকে মহান আল্লাহ কর্তৃক উল্লেখযোগ্য কিছু হিসাবে গণ্য করা উচিত। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে প্রতিটি পরমাণুর ভাল মূল্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং পুরস্কৃত করা হবে। এটা নিশ্চিত করা হয়েছে অধ্যায় 99 Az Zalzalah, আয়াত 7:

"সুতরাং যে ব্যক্তি একটি অণু পরিমাণ ভাল কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে।"

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অগণিত হাদীসে ছোট বা বড় যেভাবেই হোক অন্যকে সাহায্য করার উপর জোর দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি জামি আত তিরমিযী, 1956 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে

উপদেশ দিয়েছেন যে, এমনকি অন্যকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করার জন্য হাসি দেওয়াও দাতব্য কাজ হিসাবে লিপিবদ্ধ। সহীহ মুসলিমে পাওয়া আরেকটি হাদিস, 2342 নম্বর, পরামর্শ দেয় যে একটি খেজুর ফল দান করার ফলে যে সওয়াব পাওয়া যায় তা পাহাড়ের সমান হবে। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে ইসলাম মানসিক, শারীরিক এবং আর্থিক সাহায্য সহ সকল প্রকার দাতব্যের উপর জোর দেয়।

তাই মুসলমানদের উচিত সবসময় তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যদের সাহায্য করা। কেউ দাবি করতে পারে না যে তারা কিছু ধরণের দান করার ক্ষমতা রাখে না কারণ ছোট বা বড় সব কিছু মহান আল্লাহ কবুল করেন।

ইসলামের একজন দূত

সঠিক ও সর্বোত্তম উপায়ে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করা সকল মুসলমানের কর্তব্য। এই দায়িত্বটি আধুনিক সময়ে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ইসলামকে প্রায়শই খারাপ ধর্ম হিসাবে দেখানো হয় যখন এটি এটি থেকে দূরে থাকে। পবিত্র কোরানের নিচের আয়াতটি এমন কিছু বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে যা সমস্ত মুসলিমদের গ্রহণ করা উচিত যাতে বাকি বিশ্ব ইসলামের সত্য ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষাগুলি পালন করতে পারে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 125:

" প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশ সহকারে তোমার প্রভুর পথে দাওয়াত দাও এবং তাদের সাথে এমনভাবে বিতর্ক কর যা সর্বোত্তম..."

প্রথম কথা হলো, একজন মুসলমানের প্রজ্ঞার অধিকারী হওয়া উচিত। এর অর্থ হল, তারা ইসলাম সম্পর্কে শুধু জ্ঞান অর্জন করলেই চলবে না, বরং তা তাদের জীবনে বাস্তবায়িত করতে হবে। তারা নিজেরা যা অনুশীলন করে না তা অন্যদের কাছে প্রচার করা উচিত নয়। এই ধরনের জ্ঞান উপকারী নয় কারণ এটি অন্যদের চরিত্র এবং বিশ্বাসের উপর ন্যূনতম প্রভাব ফেলবে। যারা অন্যদের প্রভাবিত করে তারা তা করে কারণ তারা তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করে। এটি সত্য উপকারী জ্ঞান।

এই আয়াতটি ইঙ্গিত করে যে একজনের উচিত অন্যকে ভাল নির্দেশনা প্রদান করা। এটি আবার উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্ব দেওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরে, কারণ এটি অন্যদের নির্দেশ দেওয়ার সর্বোত্তম উপায়।

যখনই একজন মুসলমান পার্থিব বা ধর্মীয় বিষয়ে কথা বলে তাদের উচিত জ্ঞান এবং সম্মানের সাথে তা করা। একজন ব্যক্তির উচিত একজন মুসলমানের বক্তৃতার মাধ্যমে ইসলাম যে ভালো আচরণ শেখায় তা চিনতে সক্ষম হওয়া উচিত। তাদের উচিত সদয় এবং মৃদু শব্দ ব্যবহার করা এবং কখনই কঠোর বা অশ্লীল কথাবার্তার আশ্রয় নেওয়া উচিত নয়। যে সমস্ত মুসলিমরা এমন আচরণ করে তারাই অন্যদের বিশ্বাস করে যে ইসলাম এই ধরনের আচরণ শেখায়। এবং এটি মুসলিম যুবকদের অনুরূপ আচরণ করতে উত্সাহিত করবে। অতএব, মুসলমানদের জন্য তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বদা সদয় ও শ্রদ্ধার সাথে কথা বলা অত্যাবশ্যক।

মুসলমানদের উপলব্ধি করা উচিত যে তারা সকলেই ইসলামের প্রতিনিধি তাই তাদের কর্তব্য হল এমন আচরণ করা যা এই মহৎ মর্যাদার জন্য উপযুক্ত কারণ বিচার দিবসে তাদের এর জন্য জবাবদিহি করা হবে।

একটি অনুমান

পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে অন্যদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা এড়িয়ে চলার জন্য সতর্ক করেছেন, কারণ তারা গীবত, অপবাদ এবং মিথ্যা বলার মতো পাপের দিকে নিয়ে যেতে পারে। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 12:

" হে ঈমানদারগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাকো। প্রকৃতপক্ষে, কিছু অনুমান পাপ..."

এই উপদেশের উপর কাজ করা বিশেষ করে, সোশ্যাল মিডিয়ার এই দিন এবং যুগে গুরুত্বপূর্ণ। একটি একক নেতিবাচক ধারণা সহজেই অন্যদের কাছে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং জড়িত ব্যক্তিদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। জিনিসগুলিকে ইতিবাচক উপায়ে ব্যাখ্যা করা সর্বদা ভাল যতক্ষণ না এটি করার জায়গা থাকে। শুধুমাত্র যখন প্রমাণ অপ্রতিরোধ্য এবং স্পষ্ট হয় তখনই একটি নেতিবাচক অনুমান গ্রহণ করা যেতে পারে কিন্তু তারপরও নিজের ব্যবসার কথা মাথায় রাখা এবং এটি নিয়ে আলোচনা করা এড়িয়ে যাওয়াই উত্তম। এটি একজনকে তাদের ইসলামকে চমৎকার করতে সাহায্য করবে। সুনানে ইবনে মাজা, 3976 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

যদি অনুমানটি একজন ব্যক্তির সাথে সংযুক্ত থাকে, যেমন একজনের নির্ভরশীল, তাহলে তাদের উচিত সিদ্ধান্তে ঝাঁপিয়ে পড়ার পরিবর্তে আসল সত্যটি খুঁজে বের করার জন্য একটি সদয় উপায়ে সমস্যাটির সমাধান করা, কারণ এটি প্রায়শই আরও সমস্যা সৃষ্টি করে।

উপরন্তু, মুসলমানদের সর্বদা তাদের সহ-মুসলিমদের এমন পরিস্থিতি এড়িয়ে তাদের রক্ষা করা উচিত যেখানে তাদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা করা যেতে পারে। এটি গ্রহণ করার জন্য একটি চমৎকার বৈশিষ্ট্য, কারণ একজন সম্ভাব্য পাপ থেকে অন্যদের রক্ষা করে। আশা করা যায় যে, যে ব্যক্তি অন্যদের পাপ থেকে রক্ষা করে, মহান আল্লাহ পাক তাকে উভয় জগতের পাপ এবং তাদের খারাপ পরিণতি থেকে রক্ষা করবেন।

ডি মেয়েরা

ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, ৭৮ নং হাদিসে পাওয়া যায় যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সেই পিতা-মাতাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন যারা সঠিকভাবে দুই কন্যাকে লালন-পালন করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় যে কত মুসলিম, বিশেষ করে এশীয়রা সর্বদা পুত্র কামনা করে এবং কন্যা সন্তান থাকা সত্ত্বেও সন্তুষ্ট না হওয়ার জাহেলী মানসিকতা অবলম্বন করে, যদিও এই হাদিসে উল্লেখিত সুসংবাদ এবং আরও অনেককে পুত্র সম্পর্কে বলা হয়নি। এটা বিশ্বাস করা গ্রহণযোগ্য যে একজন পিতামাতা একটি পুত্রের চেয়ে একটি কন্যার উপর বেশি চাপ দেবেন, বিশেষ করে এই দিন এবং যুগে, কিন্তু কোনটিই কম নয়, এর অর্থ এই নয় যে মুসলিম পিতামাতাদের একটি পুত্রের পরিবর্তে একটি কন্যা থাকলে কম খুশি হওয়া উচিত। তাদের মনে রাখা উচিত যে তাদের দায়িত্ব হল তাদের সন্তানদেরকে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী শিক্ষিত করা এবং পরিচালিত করা এবং তাদের ভাগ্যের উপর চাপ না দেওয়া কারণ এটি তাদের নিয়ন্ত্রণে নয়।

কন্যা সন্তানকে অপছন্দ করা একটি অজ্ঞ মানসিকতা যা ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রকৃতপক্ষে, কন্যা সন্তানকে অপছন্দ করা মুশরিকদের মনোভাব এবং তাদের বৈশিষ্ট্যগুলিকে সর্বদা এড়িয়ে চলা উচিত। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 58-59:

" আর যখন তাদের একজনকে স্ত্রীর জন্মের খবর দেওয়া হয়, তখন তার মুখ কালো হয়ে যায় এবং সে দুঃখকে দমন করে। যে অসুস্থতার কথা তাকে জানানো হয়েছে তার কারণে সে নিজেকে লোকদের থেকে আড়াল করে রাখে..."

মুসলমানদের এই মানসিকতা গ্রহণ করা এড়িয়ে চলা উচিত এবং পরিবর্তে তাদের দেওয়া যে কোনও সন্তানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা উচিত, কারণ তারা প্রচুর বিবাহিত দম্পতি যাদের কোন সন্তান নেই।

ডি ও নট স্পাই

পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ মুসলমানদের একে অপরের উপর গুপ্তচরবৃত্তি না করার নির্দেশ দিয়েছেন। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 12:

"... এবং গুপ্তচরবৃত্তি করবেন না ..."

এটি তখনই হয় যখন একজন ব্যক্তি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে লোকেদের বা একটি জিনিস সম্পর্কে অনুসন্ধান করে এমন জিনিসগুলি খুঁজে বের করার জন্য যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। এই আচরণ কেবল গীবত এবং অপবাদের মতো আরও পাপের দিকে নিয়ে যায়। সহীহ বুখারী, 6064 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বিশেষভাবে মুসলমানদের একে অপরের উপর গুপ্তচরবৃত্তি না করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং ইঙ্গিত করেছিলেন যে এটি মুসলমানদের সম্প্রীতির সাথে বসবাস করতে বাধা দেয়। এই অভ্যাসটি সর্বদা একজন মুসলমানকে তাদের বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করতে বাধা দেয় কারণ তাদের উদ্বেগহীন বিষয়গুলি থেকে দূরে না থাকলে কেউ এটি অর্জন করতে পারে না। জামে আত তিরমিযী, 2317 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 2546 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে , তার নিজের দোষগুলি প্রকাশ করে এবং তাদের জনসমক্ষে অসম্মানিত করে।

তাই একজন মুসলমানের জন্য তাদের নিজেদের দোষ সংশোধন করার মতো বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করা উত্তম। এবং একইভাবে একজন মুসলমান তাদের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করা লোকেদের অপছন্দ করবে তাদের অন্যের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করা উচিত নয়।

G entle Speech

পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ পাক নবী মুসা (আঃ) ও হারুন (আঃ)-কে আল্লাহর শত্রু ফেরাউনের সাথে মৃদু কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 43-44:

" তোমরা দুজনেই ফেরাউনের কাছে যাও। নিঃসন্দেহে সে সীমালংঘন করেছে। এবং তার সাথে মৃদু কথা বল, যাতে সে স্মরণ করিয়ে দেয় অথবা ভয় করে।"

এটি বক্তৃতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যা একজন সফল মুসলমানকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। এটি জীবনের সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সদয়ভাবে কথা বলা অন্য কারও চেয়ে বক্তার বেশি উপকার করে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 3973 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে তারা কেবলমাত্র মহান আল্লাহর কাছ থেকে আশীর্বাদ ও পুরষ্কার পাবে এবং মৃদু বক্তৃতার মাধ্যমে নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবে, কারণ শব্দগুলিই মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের প্রধান কারণ পার্থিব বিষয়েও বক্তা। উদাহরণ স্বরূপ, যে স্ত্রী তার স্বামীর সাথে সদয়ভাবে কথা বলে সে দেখবে যে তার স্বামী তাকে কঠোর শব্দ ব্যবহার করার চেয়ে তাকে বেশি ভালবাসবে এবং সম্মান করবে। একজন স্ত্রী যদি সদয় কথাবার্তা ব্যবহার করেন তাহলে তার স্বামীর অনুরোধ পূর্ণ করার সম্ভাবনা অনেক বেশি। সন্তানেরা তাদের বাবা-মায়ের প্রতি অনুগত এবং সম্মানের সাথে আচরণ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে যখন তাদের সাথে সদয়ভাবে কথা বলা হয়। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীরা যে তাদের সাথে সদয়ভাবে কথা বলে তাকে সাহায্য করার সম্ভাবনা

বেশি। উদাহরণ অন্তহীন. খুব কমই কঠোর শব্দের প্রয়োজন হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, সদয় বক্তৃতা কঠোর শব্দের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর হবে।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে তারা কখনই একজন মহানবী (সাঃ) এর চেয়ে উত্তম হতে পারে না এবং তারা যাকে ফেরাউনের চেয়েও নিকৃষ্ট বলে মনে করবে না, তাই তাদের উচিত এই আয়াতের নির্দেশ অনুসরণ করা এবং যার সাথে তারা যোগাযোগ করে তার সাথে সদয়ভাবে কথা বলা। যদি তারা ইতিবাচক উপায়ে অন্যদের প্রভাবিত করতে চায় এবং ইহকাল এবং পরকালে তারা যা চায় তা অর্জন করতে চায়।

M বন্ধন বজায় রাখা

একজন মুসলমানের জন্য সর্বদা আত্মীয় এবং অ-আত্মীয় উভয়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি সমস্ত মুসলমানের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। অনেক আয়াত ও হাদিস রয়েছে যা এর ইঙ্গিত দেয়, যেমন জামে আত তিরমিযী, 1909 নম্বরে পাওয়া একটি , যেখানে সতর্ক করা হয়েছে যে যে ব্যক্তি কোন আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। অর্থ, কোন মুসলিম যদি পার্থিব কারণে সম্পর্ক ছিন্ন করে।

এমনকি যদি অন্য ব্যক্তি খারাপ আচরণ করে, একজন মুসলমানের উচিত তাদের সতর্ক করা এবং আন্তরিক অনুতাপের দিকে উৎসাহিত করা। তাদের তাদের নেতিবাচক আচরণকে ঘৃণা করা উচিত কিন্তু সেই ব্যক্তিকে ঘৃণা করা উচিত নয়, কারণ তারা সবসময় আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে। যদি তারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকে তবেই তাদের এই ব্যক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত। কিন্তু তারপরও, তাদের সর্বদা তাদের প্রতি দয়া ও সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। এবং যখন তাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তখন মুসলমানদের উচিত তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করা, কারণ এই সদয় আচরণের কারণে তারা আন্তরিক আনুগত্যের সাথে মহান আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়ার কারণ হতে পারে।

পার্থিব কারণে একজন মুসলমানের কখনোই একজন ব্যক্তির কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া উচিত নয় কারণ এই আচরণ মারাত্মক। বরং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শুধুমাত্র ভালোবাসা, ঘৃণা, দান এবং বন্ধ করে তাদের ঈমানকে পরিপূর্ণ করার চেষ্টা

করা উচিত। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

S preading গসিপ

পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে, মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে সতর্ক করেছেন যেন তারা অন্যের কথা না শোনা বা অন্যদের সম্পর্কে গসিপ না ছড়ায়। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 15:

" যখন তোমরা তা তোমাদের জিহ্বা দিয়ে গ্রহণ করেছিলে এবং মুখে এমন কথা বলেছিলে যে সম্পর্কে তোমাদের কোন জ্ঞান ছিল না এবং আল্লাহর কাছে তা অতি নগণ্য ছিল।"

দুর্ভাগ্যবশত, এটি আজ মুসলমানদের মধ্যে পাওয়া একটি খুব সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। লোকেরা কেবল ব্যক্তিগতভাবে এটি করে না তবে এটি এখন সোশ্যাল মিডিয়াতেও করা হয়। যারা গসিপ করে তাদের সতর্ক করে গসিপ না শোনা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অন্যরা যদি অবিরত থাকে তবে তাদের সাথে থাকা উচিত নয় কারণ তারা যে কোম্পানি রাখে তার দ্বারা বিচার করা হয়। সুনানে আবু দাউদ 4833 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। এর অর্থ হল একজন ব্যক্তি তাদের সঙ্গীর বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করবে। কেউ যদি গসিপারদের সাথে থাকে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, তারাও এক হয়ে যাবে। এছাড়াও এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, যে একজন ব্যক্তির সাথে গসিপ করে সে নিঃসন্দেহে অন্যদের কাছেও তাদের সম্পর্কে গসিপ করবে। তাই একজন মুসলমানের উচিত অন্যকে পরচর্চা না করার পরামর্শ দেওয়া। তাদের গসিপটিকে সত্য হিসাবে গ্রহণ করা উচিত নয় বা তাদের এটিতে কাজ করা উচিত নয় বা এটি সত্য কিনা তা খুঁজে বের করার জন্য সংগ্রাম করা উচিত নয়। তাদের কেবল এটি উপেক্ষা করা উচিত।

উপরন্তু, একজন মুসলমানের কখনই নিজেদের মধ্যে পরচর্চা করা উচিত নয় কারণ এতে প্রধানত গীবত এবং অপবাদের মতো পাপ থাকে। এগুলি সবই বড় পাপ যা একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে যদি মহান আল্লাহ এবং তাদের শিকার ক্ষমা না করেন। এটি সহীহ মুসলিমের 6579 নম্বর হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, রিপোর্টটি সত্য কিনা তা নিশ্চিত না করে অন্যদের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করতে চাইলেও মুসলমানদের সমাজে তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। পবিত্র কুরআনের 49 অধ্যায়ে আল হুজুরাত, আয়াত 6 এ বিষয়টি পরিষ্কার করা হয়েছে:

" হে ঈমানদারগণ, যদি তোমাদের কাছে কোন অবাধ্য ব্যক্তি তথ্য নিয়ে আসে, তবে অনুসন্ধান করো, পাছে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি না কর এবং তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হও।"

এটি খাঁটি কিনা তা নিশ্চিত না করে তথ্য ফরোয়ার্ড করা উচিত নয় কারণ এটি একটি পাপ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে এবং এটি শুধুমাত্র অন্যদের জন্য কষ্টের কারণ হতে পারে। তাই অন্যদের সাহায্য করার পরিবর্তে, এই ব্যক্তি শুধুমাত্র আরও সমস্যা সৃষ্টি করে।

উত্তম ব্যক্তি

পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতে, মহান আল্লাহ ব্যাখ্যা করেছেন যে একজন ব্যক্তিকে তার সামাজিক মর্যাদা, সম্পদ বা অন্য কোন পার্থিব জিনিসের কারণে অন্যদের চেয়ে ভাল বিচার করা হয় না। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

" হে মানবজাতি, আমি তোমাদেরকে পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পার। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

যা একজন মুসলমানকে অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ করে তোলে তা হল তাদের তাকওয়া। এটি তখনই হয় যখন কেউ মহান আল্লাহর আদেশ পালনের চেষ্টা করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হয়। তাই একজন মুসলমানের কখনই অন্য লোকেদের অবজ্ঞা করা উচিত নয় যে বিশ্বাস করে যে তাদের পার্থিব সম্পদ কোনভাবেই তাদের উন্নত বা উচ্চতর করে তোলে। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম জাতি ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করে অমুসলিমদের সাংস্কৃতিক চর্চার উপর কাজ করে এই মানসিকতা গ্রহণ করেছে। তারা ইসলামের শিক্ষার উপর ভিত্তি না করে এই সাংস্কৃতিক অনুশীলনের ভিত্তিতে বিয়ের মাধ্যমে পরিবারে যোগদান করে। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ বুখারি, 5090 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) মুসলমানদের সতর্ক করেছেন যে, বংশগত কারণে কোনো ব্যক্তির বিয়ে করা উচিত নয়। শুধুমাত্র তাকওয়ার জন্য তাদের বিয়ে করা

উচিত। এই তৈরি করা সাংস্কৃতিক অনুশীলনগুলি মেনে চলার কারণে সময়ের সাথে সাথে মুসলমানদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের হার বেড়েছে। তাই একজন মুসলমানের উচিত তাদের তাকওয়া অবলম্বন ও বৃদ্ধির মাধ্যমে অন্যদের থেকে উত্তম হওয়ার চেষ্টা করা । কিন্তু তাদের কখনই গর্ব করা উচিত নয় যে তারা যে স্তরে পৌঁছেছে কেননা অহংকার তাদের তাকওয়াকে ধ্বংস করবে এবং এটি তাদের জাহান্নামে নিয়ে যাবে। এটি সহীহ মুসলিম, 265 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

টি শিশুদের সমানভাবে খাওয়ান

সহিহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিসে, 4185 নম্বর, শিশুদের সাথে সমান আচরণ করার গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এমনকি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে যদি একজন পিতামাতা তাদের সন্তানদের দ্বারা সমানভাবে সম্মানিত হতে চান তবে তাদের তাদের সাথে সমান আচরণ করা উচিত। অর্থ, কেউ যা দেয় তাই তারা পাবে।

অতএব, পিতামাতাদের প্রকাশ্যে একটি সন্তানকে অন্য সন্তানের চেয়ে পছন্দ করার ভুল করা উচিত নয় কারণ এটি শুধুমাত্র শত্রুতা এবং সম্পর্ক ভাঙার দিকে নিয়ে যায়। তাদের সাথে সমান আচরণ করার চেষ্টা করা উচিত, যেমন তাদের উপহার কেনা। শুধুমাত্র একটি সন্তানের জন্য উপহার কেনার একমাত্র সময় গ্রহণযোগ্য হতে পারে বিশেষ অনুষ্ঠানে, যেমন জন্মদিন। পিতামাতাদের কখনই তাদের ভাইবোনদের সামনে প্রকাশ্যে একটি সন্তানের সমালোচনা করা উচিত নয় এবং তাদের আচরণে প্রকাশ্যে তাদের সন্তানদের তুলনা করা উচিত নয় কারণ এটি ভাইবোনদের মধ্যে শত্রুতাও সৃষ্টি করবে।

আসলে এই মনোভাব সব সম্পর্কের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা উচিত। যখন একজন ব্যক্তি মানুষের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করে তখন তারা দেখতে পাবে যে তারাও অন্যদের দ্বারা ন্যায়বিচারের সাথে আচরণ করেছে। এই মনোভাব সবসময় বিশেষ করে পরিবারের মধ্যে মানুষের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার হবে.

অন্যদের দয়া করে খাওয়া

ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, ১১৯ নং হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে মহিলা অনেক স্বেচ্ছাকৃত ইবাদত ও রোজা পালন করে সে জাহান্নামে যাবে কারণ সে অন্যদের ক্ষতি করেছে। তার বক্তৃতা বিপরীতে, একজন মহিলা যে তার বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করেছে এবং সামান্য স্বেচ্ছায় দান-খয়রাত করেছে এবং অন্যদের সাথে ভাল ব্যবহার করেছে এবং জান্নাতে যাবে।

দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম বিশ্বাস করে যে তাদের স্বেচ্ছাকৃত ধার্মিক কাজ তাদের শাস্তি থেকে রক্ষা করবে যদিও তারা অন্যদের বিরুদ্ধে পাপ করে, যেমন গীবত এবং অপবাদ। এটা শেখা গুরুত্বপূর্ণ যে যে ব্যক্তি এমন আচরণ করে সে কেবল তাদের ধার্মিক কাজগুলি অন্যদেরকে তাদের বিরুদ্ধে পাপ করার মাধ্যমে বিলিয়ে দিচ্ছে যদিও তারা বিশ্বাস করতে পারে যে তারা তাদের স্বেচ্ছাকৃত ধার্মিক কাজের মাধ্যমে সুখ পাবে। বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং যারা অন্যদের প্রতি অন্যায় করেছে তারা তাদের নেক আমল হারাবে এবং তাদের শিকারের পাপ লাভ করবে। এর ফলে তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। এটি সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

মুসলমানদের এটি মনে রাখা উচিত এবং অন্যদের সাথে সম্মানের সাথে আচরণ করার দিকে আরও মনোনিবেশ করা উচিত যেভাবে তারা স্বেচ্ছায় সৎ কাজ করার আগে অন্যরা তাদের সাথে আচরণ করুক।

ট্রাস্ট

পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেছেন যে, প্রকৃত ঈমানদার তারাই যারা তাদের প্রতিশ্রুতি ও আমানত পূরণ করে। অধ্যায় 23 আল মুমিনুন, আয়াত 1-8:

"অবশ্যই বিশ্বাসীরা সফলকাম হবে... এবং যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতির প্রতি মনোযোগী।"

, 5023 নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি বৈধ কারণ ছাড়া ওয়াদা ভঙ্গ করা মুনাফিকির লক্ষণ। তাই মুসলমানদের অবশ্যই মহান আল্লাহর সাথে করা প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে, যা অনুসরণ করে তাঁর আনুগত্যের সাথে জীবনযাপন করতে হবে। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করুন এবং মানুষের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করুন। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, একজন অভিভাবককে সবসময় তাদের সন্তানদের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে। যদি তারা তা না করে তবে তারা তাদের সন্তানদের শুধু শিক্ষা দিচ্ছে যে ইসলামে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা গ্রহণযোগ্য। সন্তানদের ভালো আচরণ শেখানো পিতামাতার কর্তব্য।

একজনের আস্থা পূর্ণ করা একজন সফল বিশ্বাসীর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। একজন মুসলমানকে শুধুমাত্র মানুষের দেওয়া আস্থার যত্ন নেওয়া উচিত নয় বরং

আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে একজন মুসলমানকে মহান আল্লাহ প্রদত্ত আমানতকে রক্ষা করা উচিত। তাদের নিজের শরীর এবং পরিবার সহ তাদের কাছে থাকা প্রতিটি আশীর্বাদই আমানত যা অবশ্যই পূরণ করতে হবে। এটি করার সর্বোত্তম উপায় হল প্রতিটি দোয়াকে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ব্যবহার করা। কিয়ামতের দিন এ বিষয়েই মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

আপনি আপনার শক্তি

পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে তাদের প্রদত্ত সম্পদ যেমন তাদের শারীরিক শক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সৎ কাজ করার জন্য এবং তাদের সাহায্য করার জন্য অন্যদের উপর নির্ভর না করার জন্য। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 39:

" এবং মানুষের জন্য এমন কিছু নেই যা [ভাল] জন্য সে চেষ্টা করে।"

এটি পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় বিষয়েই প্রযোজ্য কারণ এটি সাধারণ জ্ঞান যে একজন ব্যক্তি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই পৃথিবীতে শুধুমাত্র তখনই ভাল কিছু লাভ করে যখন তারা এর জন্য কাজ করে। একইভাবে, একজন মুসলমান পরকালে কল্যাণ লাভ করবে যখন তারা এর জন্য চেষ্টা করবে। কোন সন্দেহ নেই যে কিছু জিনিস মুসলমানদের জন্য উপকারী হবে তারা মারা যাওয়ার পরেও, যেমন তাদের পক্ষ থেকে দান করা। সহীহ বুখারী, 2760 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই একজন মুসলিমকে সাহায্য করার জন্য শুধুমাত্র অন্যের উপর নির্ভর করা সঠিক মানসিকতা নয়। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য ছিল না।

উপরন্তু, মুসলমানদের কেবল তাদের দ্বারা সংরক্ষিত হওয়ার প্রত্যাশায় পরিবর্তনের চেষ্টা না করে মাসে কয়েকটি ধর্মীয় সমাবেশে যোগ দেওয়া উচিত নয়। এটা ধার্মিক পূর্বসূরিদের পথ নয়।

তাই একজন মুসলমানের উচিত মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে নিজেদের উপকার করার চেষ্টা করা উচিত। তারা খালি হাতে মহান দিবসে পৌঁছানোর আগে পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে উদাসীন থাকবেন না।

মহিলাদের জন্য S tandards

পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার ব্যাখ্যা করেছেন, যথা, সবচেয়ে সম্মানিত ও সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই ব্যক্তি যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়া রয়েছে। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

" হে মানবজাতি ... নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

এটি তখনই হয় যখন কেউ মহান আল্লাহর আদেশ পালনের চেষ্টা করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হয়। দুর্ভাগ্যবশত, শয়তান পুরুষদের তুলনায় নারীর মর্যাদা নিয়ে বিতর্ক করার জন্য অনেক নারীকে প্রতারণা করেছে। যদিও, ইসলাম নারীদেরকে এমন সম্মান দিয়েছে যা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা বিশ্বাস কখনও দেয়নি, যেমন জান্নাত, যা চূড়ান্ত সুখ, একজন নারীর পায়ের নিচে, অর্থাৎ একজনের মায়ের। এটি সুনানে আন নাসায়ী, 3106 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে । জামে আত তিরমিযী, 3895 নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই ব্যক্তি যে তার সাথে আচরণ করে। স্ত্রী সেরা। আরও অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, নারীদের পুরুষের সাথে নিজেদের তুলনা করার ব্যাপারে মাথা ঘামানো উচিত নয় কারণ মহান আল্লাহ তা চান না। পরিবর্তে, নারীদের উচিত তাকওয়া অবলম্বন করার চেষ্টা করা এবং যদি তারা তা অর্জন করে তবে তারা তাদের চেয়ে কম ধার্মিকতার অধিকারী প্রত্যেক পুরুষ বা মহিলার চেয়ে

শ্রেষ্ঠ হবে। এই বেঞ্চমার্ক যা আলাদা করে কে শ্রেষ্ঠ। আর এই আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট যে এটা শুধু পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

ইতিহাসের পাতা উল্টালে তারা দেখতে পাবে মহান নারী মুসলিম যারা নারী-পুরুষের পার্থক্য নিয়ে তর্ক-বিতর্ক না করে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে মনোনিবেশ করেছে। এবং ফলস্বরূপ তারা বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী ও পুরুষের চেয়ে উত্তম হয়ে ওঠে। তখনও যদি মুসলিম নারীদেরকে তাদের স্বপ্নের সমস্ত অধিকার দেওয়া হয়, তবে তা তাদের অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করবে না যতক্ষণ না তারা তাকওয়া অবলম্বন করে, এটি যখন কেউ খবর এবং যারা তাদের খুশি মত আচরণ করে দেখেন তখন এটি বেশ স্পষ্ট হয়। এবং এই বাস্তবতা পরবর্তী বিশ্বে স্ফটিক স্পষ্ট হয়ে উঠবে। অতএব, একজন মুসলমান যদি অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করে, তবে তা তাকওয়া অবলম্বন করা উচিত, তর্ক-বিতর্কের মধ্যে নয়।

সত্যিকারের ঐশ্বর্য

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4137 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে , মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, সত্যিকারের ঐশ্বর্য অনেক পার্থিব সম্পদের সাথে নিহিত নয় বরং তা জীবনে সন্তুষ্ট ও সন্তুষ্ট থাকার সাথে জড়িত।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সন্তুষ্ট এবং সত্যিকারের ধনী হওয়া তাদের কাছে কতটা সম্পদ বা জাগতিক জিনিস, যেমন কাপড়-চোপড়ের সাথে সম্পর্কিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, নতুন জুতোর মতো নতুন কিছু কিনে যে সুখ পাওয়া যায়, তা প্রায়শই কিছু দিন পরে চলে যায় এবং অন্য কিছু থেকে সুখ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাদের মনে খেলতে শুরু করে। আরও কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কাউকে অভাবী করে তোলে, যা দরিদ্রের আরেকটি শব্দ। অন্যদিকে একজন ধনী ব্যক্তি তাদের যা আছে তা নিয়েই সন্তুষ্ট। এটি সেই ব্যক্তি যিনি অভাবী নন এবং তাই ধনী।

এর অর্থ এই নয় যে একজন ব্যক্তির পার্থিব জিনিসের আকাঙ্ক্ষা বা প্রাপ্তি করা উচিত নয়। এর মানে তাদের এই জিনিসগুলিতে প্রকৃত সুখের সন্ধান করা উচিত নয়। এই মনোভাব বজায় রাখার জন্য, বিশেষত, কঠিন সময়ে, একজন মুসলমানের উচিত জামি আত তিরমিযী, 2513 নম্বরে পাওয়া হাদিসের উপর আমল করা, যা পরামর্শ দেয় যে একজন মুসলমানকে তাদের থেকে কম অধিকারী ব্যক্তিদের পালন করা উচিত যাতে অকৃতজ্ঞ হওয়া এড়ানো যায় এবং এটি প্রতিরোধ করে। পাশাপাশি অসুবিধার সময় অধৈর্যতা।

V অসুস্থদের দেখা করা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনেক হাদিস রয়েছে যেগুলোতে অন্যদের বিশেষ করে অসুস্থদের দেখতে যাওয়ার ফজিলত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, জামে আত তিরমিযী, 969 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস উপদেশ দেয় যে, যে ব্যক্তি সকালে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যায়, সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে সত্তর হাজার ফেরেশতা দ্বারা আশীর্বাদ করা হয় এবং একই রকম। সন্ধ্যায় ঘটে এবং তাদের জান্নাতে একটি বাগান দেওয়া হয়।

যদিও, নিঃসন্দেহে এটি একটি মহান কাজ, একজন মুসলমানের জন্য প্রথমে এই সৎ কাজটি শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা গুরুত্বপূর্ণ। যদি তারা অন্য কোন কারণে এটি করে, যেমন তাদের আত্মীয়রা তাদের সমালোচনা না করে, তাহলে তারা পুরস্কার হারাবে।

উপরন্তু, তাদের সওয়াব পাওয়ার জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী কারো সাথে দেখা করার শিষ্টাচার ও শর্তাবলী পূরণ করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, অসুস্থ ব্যক্তিদের সম্মানের ক্ষেত্রে, তাদের বেশিক্ষণ থাকা উচিত নয় যাতে অসুস্থ ব্যক্তি এবং তাদের আত্মীয়দের সমস্যা হয়। তাদের উচিত তাদের কাজ ও কথাবার্তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে তারা সকল প্রকার পাপ থেকে বিরত থাকে যেমন পরচর্চা, গীবত করা এবং অন্যদের নিন্দা করা। তাদের উচিত অসুস্থ ব্যক্তিকে ধৈর্য ধরতে উৎসাহিত করা এবং এর সাথে সম্পর্কিত পুরষ্কারগুলি নিয়ে আলোচনা করা এবং সাধারণত দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষেত্রে উপকারী বিষয়ে আলোচনা করা। যদি কেউ এইভাবে আচরণ করে তখনই তারা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে বর্ণিত সওয়াব লাভ করবে। যদি তারা এতে ব্যর্থ হয়, তবে তারা হয় কোন পুরস্কার পাবে না অথবা তারা কীভাবে আচরণ করবে

তার উপর নির্ভর করে তাদের পাপের সাথে অবশিষ্ট থাকতে পারে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 114:

"তাদের ব্যক্তিগত কথোপকথনে কোন কল্যাণ নেই, যারা দাতব্যের নির্দেশ দেয় বা যা সঠিক বা মানুষের মধ্যে সমঝোতা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তা করবে, তাহলে আমি তাকে মহাপুরস্কার দেব।

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য এবং শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক তাঁর শেষ রাসূল, মুহাম্মদ, তাঁর সম্ভ্রান্ত পরিবার ও সাহাবীদের উপর।

ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক: https://shaykhpod.com/books/
ইবুক/ অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট : https://archive.org/details/@shaykhpod

শায়খপড ইবুকগুলির সরাসরি পিডিএফ লিঙ্ক: https://spebooks1.files.wordpress.com/2024/05/shaykhpod-books-direct-pdf-links-v2.pdf

https://archive.org/download/shaykh-pod-books-direct-pdf-links/ShaykhPod%20Books%20Direct%20PDF%20Links%20V2.pdf

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

অডিওবুক : https://shaykhpod.com/books/#audio
দৈনিক ব্লগ: https://shaykhpod.com/blogs/
ছবি: https://shaykhpod.com/pics/
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts/
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman/
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid /
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live/

দৈনিক ব্লগ, ইবুক, ছবি এবং পডকাস্টের জন্য বেনামে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল অনুসরণ করুন: https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন: http://shaykhpod.com/subscribe